বিভাস চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার

সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত

লৌকিক উদ্যান ঃ আপনি নিজে একজন বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক। আপনার চোখে উৎপল দত্তের নাট্য নির্দেশনার কি কি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ?

বিভাস চক্রবর্তী ঃ উৎপল দত্তের নাট্য নির্দেশনা - সে তো এক বিশাল ব্যাপার। তার কি কি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে সে আলোচনা করতে গেলে একটা বিরাট প্রবন্ধ বা একটা বিরাট বই লেখা হয়ে যাবে। সেই ধরনের Academic ক্ষমতা আমার নেই। তবে হ্যাঁ, ওঁর নাট্য নির্দেশনার যে সব দিক আমাকে ভাবিয়েছে বা আকর্ষণ করেছে সেগুলো নিয়ে কিছু কথা বলা যায়।
প্রথমত, যে কোন নির্দেশকের বা নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য হল বা হওয়া উচিত মানুষের কাছে পৌঁছনো। নিজের ভাবনা বলি, একজন নাট্য পরিচালকের প্রধান কাজ হবে নাটকটি যতক্ষণ চলবে, ততক্ষণ দর্শককে বসিয়ে রাখা। Message, theme, content এসব তো আছেই, কিন্তু সব চাইতে বড় কথা হল দু ঘন্টা হোক, আড়াই ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা ,যাই হোক দর্শককে বসিয়ে রাখা। নাটকটি দেখতে বাধ্য করা। এই কাজটি উৎপল দত্ত এত ভাল করতে পারতেন, পারেন বা পেরেছেন, তার তুলনা অন্তত আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউ নেই। উৎপলবাবুর এমন কোনো নাটক দেখিনি যার মধ্যে এই ক্ষমতার পরিচয় নেই। একদম শেষের দিকের কিছু নাটক ছাড়া। সেখানেও অন্যতর কোন কারণ নিশ্চয় ছিল যার জন্য পৃথক বিশ্লেষণের দরকার আছে। এবং সেও তাঁর সমগ্র জীবনের কাজের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, হিসেবের মধ্যেই আসে না। মানুষকে কিভাবে বসিয়ে রেখে থিয়েটার দেখতে বাধ্য করতে হয়, এই বিষয়ে উৎপল দত্ত ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নাটকের যে চাহিদা, বিষয়বস্তুর যে দাবি তার বাইরে কোন শিল্প বহির্ভূত element মানুষকে আকর্ষণ করেছে তা কিন্তু নয়। শিল্পসম্মত ভাবেই উৎপল দত্তের নাটক এমন আকর্ষণী ক্ষমতায়
ভরপুর থাকে যে সমস্ত দর্শক টান টান হয়ে বসে গোটা নাটকটা দেখে।

দ্বিতীয়ত, নাট্য নির্দেশনার আরেকটি মূল কথা হল নাটকটির বক্তব্যকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। উৎপল দত্ত নাটকের মধ্য দিয়ে ঠিক যে কথাগুলো বলতে চান, সে কথা ঠিক নিজের মত করে, যে ভাবে চান, সে ভাবে দর্শকের কাছে উনি পৌঁছে দিতে পারেন। ওঁর এমন কোন নাটক নেই যেখানে উনি যা চাননি এমন ধরণের কোন বক্তব্য দর্শকদের কাছে পৌঁছে তাদের খানিক বিভ্রান্ত করছে। শিল্পে অন্য নানারকম ব্যাখ্যার অবকাশ থাকে। বড় শিল্পের নানারকম ব্যাখ্যা ট্যাখ্যার চলন আছে। কিন্তু উৎপলদা তো সেরকম অর্থে ‘বড়ো শিল্পী’ নন। তিনি হচ্ছেন একজন প্রোপ্যাগ্যান্ডিস্ট, প্রচারক। ওঁর মুখ্য উদ্দেশ্যে উনি সর্বদা সফল। উনি যা চেয়েছেন সেই বক্তব্যকে উনি সঠিক ভাবে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।
এই দুটিই একজন নাট্য নির্দেশকের সবচেয়ে বড় গুণ। এক, দর্শককে টান টান করে থিয়েটার দেখতে বসিয়ে রাখা এবং দুই, নাটকের মধ্যে দিয়ে যে কথা তিনি বলতে চান সেটা সঠিকভাবে দর্শকদের মনে মাথায় গেঁথে দেওয়া। এটা সম্ভব হয়েছে, আমার মনে হয়, মানুষটার অগাধ পান্ডিত্য, খোলা মন এবং থিয়েটার বিষয়ে তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং অনুশীলনের জন্য।

এ ছাড়া উৎপল দত্তের ছিল এক অনন্য সাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি যার সহায়তায় যেকোন নাটক ধরে কিভাবে কি ভঙ্গীতে সেটা উপস্থাপনা করবেন সেটাকে তিনি সঠিকভাবে স্থির করতেন। একই উৎপল দত্ত অলীকবাবু করেন, অঙ্গার-কল্লোল করেন। তিনিই আবার মানুষের অধিকার, টিনের তলোয়ার করেন। স্তালিন বা অজেয় ভিয়েতনাম। একটার সাথে আরেকটার প্রকাশ ভঙ্গীর বিরাট পার্থক্য। নাট্য শিল্পের সমস্ত দাবি সকল শর্ত মেনে নিয়ে, নাটকের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত

থেকে প্রকাশ ভঙ্গীর বিভিন্নতা নিয়ে এত বিপুল পরীক্ষা - নিরীক্ষা এ বোধহয় উৎপল দত্তের পক্ষেই সম্ভব।

কত ধরণেরই না শৈলী উদ্ভাবন করেছেন এই অমিত প্রতিভাবান মানুষটি। নিজের নাটক, অন্যের নাটক, প্রহসন বা সেকস্‌পীয়ার প্রযোজনা করতে, কত বিভিন্ন প্রকাশ শৈলী রচনা করেছেন তিনি। এগুলো তো শিক্ষণীয় বিষয়। অনুসরণ বা অনুকরণ নয়। এখানে প্রতিটি প্রকাশভঙ্গীর পিছনে যে নাট্য ভাবনা কাজ করছে সেই ভাবনাটা ধরতে পারাটা হলো আসল কাজ, আসল শিক্ষা।

নির্দেশক হিসেবে তাঁর আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক হল, একটা মানুষ পথ নাটিকা করেছেন যে দক্ষতায়---আড়ম্বরহীভাবে, নিরাভরণ মঞ্চে কোনোরকম অনুষঙ্গ না নিয়ে, অর্থ ব্যয়ের দিকে না গিয়ে সফল সব নাটক নির্দেশনা করেছেন তিনিই আবার সমান কুশলতায় বিশাল বিশাল জাঁকজমক পূর্ণ প্রযোজনা করেছেন আধুনিক মঞ্চে। মাধ্যমের উপর মানুষটার এতটাই দখল যে যা খুশি তাই উনি করতে পারেন। বিশাল এক বিচরণ ক্ষেত্র উনি তৈরি করেছিলেন নিজের জন্য। এমনটা আমাদের দেশে, আমি অন্তত, আর কার মধ্যে দেখিনি। আগামী দিনেও দেখা যাবে কিনা সন্দেহ আছে। এই বিষয়ে উৎপল দত্ত যে এতখানি সফল তার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। এবং সেটি হল, নাটকের ইতিহাস, নাটক প্রযোজনার ইতিহাস সম্পর্কে মানুষটির বিরাট জ্ঞান, আর সবচেয়ে কার্যকরী হল মঞ্চ সম্পর্কে তার নিখুঁত স্বচ্ছ ধারণা। মঞ্চ, তা সে বিশাল আধুনিক মঞ্চই হোক বা ছোটো, জীর্ণ অথবা বাইরে মাচানে বাঁধা মঞ্চই, আর সেটা কিভাবে ব্যবহার করবো যাকে বলে পুরোপুরি উশুল করে নেওয়া, এটা খুব কম লোকই তাঁর মতন বুঝতেন।

ঠিক যেমন ভাঙা স্টুডিও, ভাঙা ক্যামেরা ব্যবহার করে সত্যজিত রায় বিজয়ী ছবি করেছেন, উৎপলদাও নাটকের ক্ষেত্রে তাই করেছেন। প্রতিভার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন জীর্ণ, অপরিসর মঞ্চে। এবং সব কিছুকেই এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যেন ঠিক এইরকম ব্যবহারটাই অনিবার্য ছিল---- শিল্পের দিক থেকে তথা প্রয়োগের দিক থেকেও। এটা মঞ্চ সম্পর্কে প্রখর জ্ঞান না থাকলে সম্ভব নয়।

কোন দিকটা বলবো। বিশাল প্রতিভা। নাটকের বিষয়, অভিনয়.......। স্বাভাবিকতাবাদী নাটক প্রথম দিকে কিছু করেছিলেন। পরের দিকে এই ধরনের নাটক তিনি আর করেননি বললেই চলে। অভিনয়ের একটা অন্য রীতি উদ্ভাবনকরেন। সচরাচর আমার যা দেখি, করি তার থেকে আলাদা। পুরোনো থিয়েটার, যাত্রার সাথে আধুনিক ধারার সংমিশ্রণ। সব থেকে বেশি যেটা আমাকে আকর্ষণ করেছে সেটা হল প্রহসনধর্মী, slapstick ধাঁচের অভিনয়। অবাক হয়ে দেখতে হয়, ভাঁড়ামো কেমনভাবে তাঁর হাতে পড়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের শিল্পে পরিণত হয়। যেকোন নাট্য নির্দেশক বা সফল অভিনেতার কাছে এগুলি পরম শিক্ষণীয় ব্যাপার।

আর একটা চেষ্টা উনি করেছেন। পশ্চিমী থিয়েটার-এর উপর তাঁর যে অপরিসীম জ্ঞান, সে সম্পর্কে তাঁর যে ভাবনা চিন্তা তার সঙ্গে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে এক নিপুণ দক্ষতায় মিশিয়ে দেওয়া। এই সংমিশ্রণ, যদি কেউ কাজ ধরে ধরে বিশ্লেষণ করেন তাহলে নিশ্চয়ই এই ধারণাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন। কিন্তু সেটা যখন আমাদের সামনে আসে, এমনভাবে মিশে থাকে যে পশ্চিমী ঢং বা শিশির ভাদুড়ী, গিরিশ ঘোষ বা আরো প্রাচীন যাত্রার ধাঁচ আলাদা ভাবে ধরা বা বোঝা যায় না।

এটা উৎপলদার একটা এমন বৈশিষ্ট্য যেটা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বলছি না সচেতনভাবে, কিন্তু যেহেতু আমার মনে এই ভাবনাটা কাজ করে, এটা নিশ্চয় প্রভাব ফেলেছে আমার ওপর এবং আমার কোন কোন কাজ।

লৌকিক উদ্যানঃ এই যে বিভিন্ন ধরনের অভিনয় রীতির কথা হল তার পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন জাগছে। উৎপলবাবু তঁ

ার অভিনেতাদের কিভাবে ব্যবহার করতেন সেই প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন।

বিভাস চক্রবর্তী ঃ উৎপলদার নাটকের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উনিতো ঠিক চরিত্র ধরে নাটকটিকে ভাবতেননা, উনি ভাবতেন ঘটনাপ্রবাহ ধরে। শম্ভু মিত্রের কাজে দেখি, একটি চরিত্রকে নাটকের কেন্দ্রে। বাইরের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই চরিত্রটি কিভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। শম্ভুবাবুর নাটক এগোয় সেই চরিত্রকে ধরে।

কিন্তু উৎপল দত্তের নাটকে, সমাজের অঙ্গ হয়ে, একটা ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তার শরিক হয়ে চরিত্রগুলি চলে। মানুষকে ত ার নাটকে ঘটনা প্রবাহের মধ্যে সামাজিক জীব হিসাবেই দেখা যায়। এর মধ্যে সেই চরিত্রের মনের মধ্যে কি ঘটছে তার বিশ্লেষণ করার অবজ্ঞা নেই। শিল্পীর অভিনয়েও তাই চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিককে প্রকাশ করার তাগিদ নেই। তাই অনেক সময় শম্ভুবাবুর নাটকের অভিনেতার অভিনয়ে যে সূক্ষ্ম একটা ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে, সেখানে উৎপল দত্তের অভিনেতাদের অভিনয়ে একটা আপাত স্থূল ব্যাপার দেখা যায়। সেখানেও কিন্তু একটা বিষয় লক্ষণীয় যে তাঁর সামগ্রিক নাট্যরীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই এগুলো ঘটেছে।

এই ধরনের অভিনয়ে অভিনেতাদের শারীরীক কুশলতা, কণ্ঠস্বর ইত্যাদির ওপর চাপ পড়ে। স্বাভাবিক ভ াবেই training এর সময়ও এগুলির ওপরই বেশি গুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে কিন্তু তাঁর অভিনেতাদের সমাজ সচেতন, রা
জনীতি সচেতন হতে হবে। না হলে এই ধরনের নাটকের চরিত্রকে সম্যক ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলি। আমাদের একটা নাটক আছে---শোয়াইক গেল যুদ্ধে। এই নাটকটি লোকে নিয়েছেন, দেখেছেন, হেসেছেন, ভেবেছেন। তা, অন্য একটি দলের এই নাটক প্রযোজনায় আমি তাঁদের সহায়তা করেছিলাম। সবই হোল কিন্তু শোয়াইক চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছিলেন, খুবই ভালো অভিনেতা, কিন্তু যেহেতু তাঁর মধ্যে র াজনীতির ব্যাপারটা ঠিকমত ছিল না, তাই নাটকটা দাঁড়ালো না। শোয়াইক-এর চরিত্রে যেpunch টা আছে সেটা এলে া না। শুধু অভিনয়ের কলাকুশল জানলেই তো চলবে না। আসলে সেই অভিনেতার মধ্যে একটা রাজনীতির বোধ থ াকতে হবে। সেই রাজনীতি দিয়ে সে শোয়াইককে, তার কথাগুলিকে ---তার নিজের মত করে বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং প্রকাশ করতে পারবে।

তাই উৎপল দত্তের অভিনেতাদের অভিনয়ের বিভিন্ন দিকের সাথে সাথে সমাজ বিজ্ঞানের, রাজনীতির পাঠ নেওয়া একটা অবশ্য কর্তব্য ছিলো নিশ্চয়ই।

লৌকিক উদ্যান ঃ শেষ প্রশ্ন রাখি। এখন একটা ব্যাপক অভিযোগ শোনা যায়, যে আজকের বেশির ভাগ গ্রুপের মধ্যে কে ান শৃঙ্খলা নেই। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্তের শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই।

বিভাস চক্রবর্তী ঃ এটা হচ্ছে একটা sense of priority র প্রশ্ন। কার কাছে জীবনের কোনটা সব চাইতে বেশি মূল্যবান। য ার কাছে থিয়েটার, সে থিয়েটারের জন্য প্রাণপাত করবে। থিয়েটারের জন্য সে সবকিছু করতে প্রস্তুত। সেই রকম কর্মী থিয়েটারের গোড়ার দিকে ছিলেন। আসলে এটা তো আসে সততা থেকে। আগে সমাজের বেশির ভাগ ম ানুষইhonest ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ দুর্নীতি সমাজটাকে যেভাবে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে যে এখন একজন সৎ মানুষ দেখলে আমরা বলি, এই লোকটা honest ।

এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও দেখা যায় কোনো একটি বিশেষ লোককে বেছে নিয়ে বলা হচ্ছে, এই লোকটা কিন্তু honest ----তার মানে এই পার্টির আর যারা আছে তারা dishonest এবং এখন এই সৎ হওয়াটাকে একটা ব

াড়তি গুণ বলে ধরা হয়।

ঠিক তেমনি শৃঙ্খলা তো থাকবেই। যে কোনো কাজেই থাকবে। অফিসের কাজ হোক, বাড়ির কাজ হোক, ফুটবলের ম াঠে, T. V. Serial বা Cinema তৈরির ক্ষেত্র---যাই হোক না কেন যাঁরা successful হয়েছেন, তাঁদের তো এই শৃঙ্খলাবোধটা থাকতেই হবে। এটা একটা must তা এই ব্যাপারটা আমরা উৎপলদার ক্ষেত্রে আলাদে ভ াবে mention করি কেননা আজকে বাকিরা শৃঙ্খলাপরায়ণ নন।

ঐ সময়কার থিয়েটার জগতে যে সব মানুষ নেতৃস্থানীয় ছিলেন, যেমন উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র বা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই কঠোর শৃঙ্খলাবোধ ছিল, থাকতেই হবে। তাঁদের কাছে থেকে আমরাও কিছু কিছু শিখেছি।

কোন একটা কাজ করতে গেলে তার কিছু পদ্ধতি আছে। কিছু সাংগঠনিক রীতি নীতি আছে যেটাকে মেনে চলতে হয়। ন াটকের দলগুলিকে আবার অনেক প্রতিকূলতা অতিত্রম করে চলতে হয়। তার জন্য দরকার হয় বাড়তি উদ্যম, বাড়তি শ্র ম, বাড়তি মনোবল। এখন সামগ্রিক ভাবে যে একটা বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমর া দেখবো সাফল্যের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা, ধৈর্যের অভাব, অধ্যাবসায়ের অভাব। সততা শৃঙ্খলা সবকিছু এর নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

যে সব নতুন ছেলেরা থিয়েটার করতে আসছেন তাঁদের মধ্যে সেই missionary zeal কই? তাঁরা আর সব কাজ করবেন, আর সাথে থিয়েটারটাও করবেন। প্রকাশের যন্ত্রণা নিয়ে কি একটা বলবার urge নিয়ে কেউ কিন্তু থিয়েটার করতে আসছেন না। অন্তত শতকরা নববুই ভাগের মধ্যে এই seriousnessটা নেই। মূল ভাবনা চিন্তাতেই যে এঁদের ফঁ াক থেকে যাচ্ছে। অথচ নাটক তো আর একার ব্যাপার নয়---এঁদের নিয়েই তো কাজ করতে হবে।

'চৈতালী রাতের স্বপ্ন'-এ দেখেছে, যেখানে উৎপল দত্ত রিহার্সালের ১৫ মিনিট আগে এসে বসে থাকতেন, সেখানে অ াজকের এইসব ছেলেরা কিন্তু নিশ্চিন্তে দেরি করে আসছে। তার জন্য কোন গ্লানি নেই। রাজনৈতিক দলগুলিতে যেমন দুর্নীতি বাসা গেড়েছে, ঠিক তেমনি ঘটেছে থিয়েটারের ক্ষেত্রেও। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা ঢিল ছুঁড়ুন। সেটা যে বা ড়ির জানালায় গিয়ে পড়বে, দেখবেন সে বাড়ির ছেলে থিয়েটার করে---কোনো না কোনো দলের সঙ্গে সে যুক্ত। অতএব এই সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী।

আগের দিনের ঐ সব নমস্য প্রবাদ প্রতিম মানুষেরা Generation Gap-এর ফেরে পড়ে আজকের ছেলেদের ক াছে outdated হয়ে পড়েছেন। চরিত্রগত দিক থেকে, ভাবনাগত দিক থেকে বিরাট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। একদিকে সর্বগ্রাসী দুর্নীতি, বিভিন্ন সরকারি বাধানিষেধের ঘেরাটোপ অন্যদিকে এইসব সংবেদন বিহীন insensitive কিছু ন াট্যকর্মী।

এরা উৎপল দত্ত কি ভাবে উৎপল দত্ত হয়েছেন কেউ দেখে নি। এরা দেখেছেন নাটকের, যাত্রার, হিন্দি সিনেমার কিংব া T.V. সিরিয়ালের উৎপল দত্তকে। কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়া, ত্যাগ ছাড়াই থিয়েটার করে, বা একটা T.V. সিরিয় ালের উৎপল দত্তকে। কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়া, ত্যাগ ছাড়াই থিয়েটার করে, বা একটা T.V. সিরিয়াল করে ভাবছে. আমিই বা কম কি ?

উৎপল দত্তের নিজেকে গড়ে তোলা, অন্যকে গড়ে তোলা এক ইতিহাস। ব্যাপক পড়াশুনা, বিশাল পরিশ্রম, গভীর ভাবন

া চিন্তা এবং এর সবকিছুর পিছনে এক কঠিন শৃঙ্খলাবোধই এই অমিত প্রতিভাধর ব্যক্তিটির পশ্চাদপট।

(লৌকিক উদ্যানের পক্ষে বিভাস চক্রবর্তীর এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত)